অনেক সময় পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেদের স্বার্থে কোন গণবিরোধী আইন পাস করে এবং দেশের জনগণ যদি সে আইনের বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলন জাগিয়ে তোলে, তথাপিও ক্ষমতাসীন দল সেদিকে কোন খেয়াল না করে তা জনগণের নামে জন স্বার্থের দোহাই দিয়ে নিজেদের ইচ্ছা জনগণের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়। এজন্যই একে বলা হয় 'সংখ্যাগুরুর স্বৈরাচার'। এভাবে গণতন্ত্রের মোহে দেশের কোটি কোটি মানুষ পার্লামেন্টের সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নিরংকুশ কর্তৃত্বের অক্টোপাশে আবদ্ধ হয়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলে তাদের স্বাধীনতা। তখন সেদেশকে আর স্বাধীন দেশের মর্যাদায় ভূষিত করা যায় না। সাথে সাথে সে দেশের নাগরিকগণ হারিয়ে ফেলে নিজেদেরকে 'স্বাধীন' মনে করার অধিকার। গেটেল বলেছেন, 'গণতান্ত্রিক সরকারের পিছনে ব্যাপক ক্ষমতা থাকার ফলে সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক সরকারে পরিণত হ'তে পারে'।[২৩] হার্নশ (Hearnshaw) বলেছেন, 'সংখ্যাগরিষ্টের শাসন সব সময়ে সংখ্যাগরিষ্টের স্বেচ্ছাতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে'।[২৪]

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দেশ পুঁজিপতি মহাজন, মজুতদার, মুনাফাখোরী আর কোটিপতিদের ভোগদখলের বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনায় এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। মোটকথা পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক মতাদর্শের দুর্বলতা সর্বজন বিদিত। গণতন্ত্রের অন্ধ সমর্থক রুশো (Rousseau) তাঁর 'Social Contract' গ্রন্থে বলেছেন- 'এই রাষ্ট্রীয় আদর্শ একমাত্র ক্ষুদ্র পরিসর রাষ্ট্রেই বাস্তবায়িত হ'তে পারে; কিন্তু যেখানে রাষ্ট্রের সীমা বিপুলভাবে প্রসারিত, সেখানে ইহা সাফল্যের সাথে কিছুতেই চলতে পারেনা'।[২৫] আলফ্রেড কবন (Alfred Cobbon) 'The crisis of civilization' গ্রন্থে বলেছেন, 'গণতন্ত্র হচ্ছে একটি কাল্পনিক প্রেয়সী। উহা এক তম্বী কুমারী হ'লেও উহা বন্ধ্যা'।[২৬]

গুলব্রাণ্ড বলেছেন- 'গণতন্ত্রের জোয়াল থেকে একটি জাতিকে মুক্ত করা- অনেকটা সুরার নরক থেকে একজন মাতালকে মুক্ত করার মত'।[২৭]

[চলবে]

২৩. রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা পৃঃ ৯০।
২৪. তদেব।
২৫. প্রফেসর মোঃ আব্দুল খালেক ও অন্যান্য, ইসলামিক ষ্টাডিজ সংকলন (ঢাকাঃ প্রফেসর'স প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রন, জুলাই-১৯৯৫) পৃঃ ১৫২।
২৬. তদেব।
২৭. রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা পৃঃ ৯১।

শায়খ আবদুল আযীয বিন বায

*সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান**
সম্পাদনায়ঃ প্রধান সম্পাদক।

সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী, বর্তমান ইসলামী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ছহীহ আল-বুখারীর হাফেয ও ফৎহুল বারীর স্বনামধন্য ভাষ্যকার, মুহাদ্দিছ কুল শিরোমণি, সঊদী সরকারের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের প্রধান, অনন্য প্রজ্ঞা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও উদার চরিত্রের অধিকারী, ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে নিরলস খেদমতের জন্য দেশ ও দলমত নির্বিশেষে সবার নিকটে সমাদৃত, মুসলিম বিশ্বে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাম বিরোধী নানা চক্রান্তের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সেনানী শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (৮৬) সর্বমহলে ছিলেন প্রশংসিত। কুসংস্কার ও বিদ'আতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার চেষ্টায় তিনি ছিলেন আজীবন নিয়োজিত।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম আবদুল আযীয, পিতার নাম আবদুল্লাহ। বংশ পরিচয় হ'লঃ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন বায।

জন্ম ও জন্মস্থানঃ

শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায ১৩৩০ হিজরীর ১২ই যিলহাজ্জ মোতাবেক ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ

শায়খ আবদুল আযীয বিন বায প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই পবিত্র কুরআনুল করীম হিফয করেন। মক্কার বিখ্যাত ক্বারী শায়খ সা'দ ওয়াক্কাছ আল-বুখারীর নিকট তাজবীদ শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি সঊদী আরবের তৎকালীন গ্র্যাণ্ড মুফতী মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আবদুল লতীফ আলে শায়খ, ছালেহ বিন আবদুল আযীয আলে শায়খ, সা'দ বিন আতীক্ব, হামাদ বিন ফারেসসহ দেশের খ্যাতনামা বিদ্বানগণের নিকটে শরীয়তের বিভিন্ন শাস্ত্রে ও আরবী ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম-এর নিকটে একাধারে তিনি দশ বছর বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

দৃষ্টিশক্তি লোপঃ

ছাত্র জীবনের প্রথম দিকে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ভালই ছিল। ১৩৪৬ হিজরীতে তাঁর চোখে প্রথম রোগ দেখা দেয় এবং এর ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর ১৩৫০ হিজরীর মুহাররম মাসে বিশ বছর বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়।

* গ্রাজুয়েট, কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সঊদী আরব ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার দৃষ্টিশক্তি হারানোর উপরও আমি আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রশংসা জ্ঞাপন করি। আল্লাহপাকের কাছে দো'আ করি তিনি যেন এর পরিবর্তে দুনিয়ার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং আখেরাতে উত্তম প্রতিফল দান করেন। যেমন তিনি তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর যবানীতে এ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি আল্লাহ পাকের কাছে আরো দো'আ করি, তিনি যেন দুনিয়া ও আখেরাতে আমার শুভ পরিণতি দান করেন।

কর্ম জীবনঃ

১৩৫৭ হিজরীতে শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীমের প্রস্তাবানুযায়ী তিনি রিয়াযের অদূরে আল-খারজ এলাকার বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৩৭১ হিজরী পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪ বছর বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৭২ হিজরীতে রিয়ায প্রত্যাবর্তন করেন এবং 'রিয়ায মা'হাদে ইলমী'তে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত হন। এক বছর পর ১৩৭৩ হিজরীতে তিনি রিয়াযে 'শরীয়াহ কলেজে' ফিক্‌হ, তাওহীদ ও হাদীছ শাস্ত্রের অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। এখানে তিনি ৭ বছর শিক্ষা দান করেন।

১৩৮১ হিজরীতে মদীনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে শায়খ বিন বায এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর পদ অলংকৃত করেন এবং পরে ১৩৯০ হিজরীতে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদে উন্নীত হন। ১৩৯৫ হিজরী পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকেন।

১৪.১০.১৩৯৫ হিজরী সনে বাদশাহী এক ফরমানের অধীনে তাঁকে 'ইসলামী গবেষণা, ফৎওয়া, দাওয়াহ ও ইরশাদ' তথা দারুল ইফতা নামক সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগ করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত পদে সমাসীন ব্যক্তিকে মন্ত্রীর মর্যাদা দেয়া হয়। অতঃপর ১৪১৪ হিজরীতে তিনি সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী নিযুক্ত হন। উক্ত দায়িত্বের পাশাপাশি আরও অনেক সহযোগী সংস্থার সাথে শায়খ বিন বায জড়িত ছিলেন। যেমনঃ

১. প্রধান, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, সঊদী আরব।
২. প্রধান, ইসলামী গবেষণা ও ফৎওয়া বোর্ড।
৩.প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী।
৪. প্রেসিডেন্ট, আন্তর্জাতিক মসজিদ সংক্রান্ত উচ্চ পরিষদ।
৫. প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ফিক্‌হ পরিষদ, মক্কা।
৬. সদস্য, উচ্চ পরিষদ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।
৭. সদস্য, উচ্চ পরিষদ, দাওয়াতে ইসলামী, সঊদী আরব।
৮. সদস্য উচ্চ পরিষদ, ওয়ামী (WAMY)।

এ ছাড়াও অনেক ইসলামী সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন।

ডঃ মুহাম্মাদ বিন সা'দ আল শু'আইব একটি ইসলামী গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক এবং শায়খ বিন বাযের বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। শায়খ বিন বায বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও দাওয়াত, দারস ও ওয়ায-নছীহতের মহান কর্তব্য থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থেকেও কোন কারণে দূরে সরে যাননি। আল-খারজ এলাকায় বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে সেখানে তিনি দারস-তাদরীস ও ওয়ায-নছীহতের নিয়মিত বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। রিয়াযে প্রত্যাবর্তনের পর রিয়াযস্থ প্রধান জামে মসজিদে তিনি যে দারসের ব্যবস্থা করেছিলেন অদ্যাবধি তা চালু রয়েছে। মদীনায় থাকা কালেও তিনি সেখানে দারস ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এমনকি সাময়িক সময়ের জন্য কোন শহরে স্থানান্তরিত হ'লেও সেখানে তিনি শিক্ষা মজলিস চালু করতেন।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদানের সুযোগও তিনি হাতছাড়া করেননি।

শায়খ বিন বাযের দৈনন্দিন কার্যাবলীঃ

'মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে'র সহকারী অধ্যাপক শায়খ বিন বাযের পুত্র আহমাদ বলেন, আমার পিতা ফজরের এক ঘণ্টা পূর্বে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ ছালাত ও পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন। ফজরের আযান হ'লে পরিবারের সবাইকে ছালাতের জন্য জাগিয়ে মসজিদে নিয়ে যেতেন। ফজর ছালাতের পর তথায় তিনি তিন ঘণ্টা দারস দিতেন। এরপর নাস্তার জন্য বাড়ী ফিরতেন। নাস্তা করে কর্মস্থলে যেতেন। বিকাল আড়াইটার দিকে বাড়ী ফিরে অপেক্ষমান গরীব মেহমানদের সাথে দুপুরের খাবার গ্রহণের পর তাদের খোঁজ-খবর নিতেন।

আছরের আযান পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান থেকে আসা টেলিফোন রিসিভ করতেন এবং লোকেদের প্রার্থিত ফৎওয়া ও পরামর্শের উত্তর দিতেন। আছর ছালাতের পরে সংক্ষিপ্ত দারস দিতেন। তারপর বাসায় ফিরতেন। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে মাগরিবের আধা ঘণ্টা পূর্বে উঠে ছালাতের জন্য মসজিদে যেতেন। বাদ মাগরিব লোকজনের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এরপর এশার ছালাতান্তে বাড়ী ফিরতেন। বাড়ীতে এসে বিশিষ্ট লোকদের সাথে বৈঠকে মিলিত হ'তেন। বৈঠক শেষে অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থাগারে যেতেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত করে উপস্থিত লোকদের সাথে রাতের খানা গ্রহণ করতেন। এভাবে প্রত্যহ রাত সাড়ে এগারটার দিকে বিশ্রামের জন্য শয়নকক্ষে গিয়ে খবর শুনে ঘুমাতেন।

এছাড়া বিভিন্ন মসজিদে সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম থাকতো। তিনি সে সব মসজিদে গিয়ে কুরআন ও হাদীছের আলোকে মূল্যবান বক্তব্য দিতেন এবং বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের উত্তর দিতেন। এভাবেই তিনি সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দাওয়াতী কাজ করতেন।

রচিত গ্রন্থাবলীঃ

আল্লামা শায়খ আবদুল আযীয বিন বায অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হ'লঃ (১) আল-ফাওয়ায়েদুল জালিয়াহ ফিল মাবাহিছিল ফারযিয়াহ (২) মাসায়েল হজ্জ ওয়াল ওমরাহ ওয়ায যিয়ারাহ (৩) আত-তাহযীরু মিনাল বিদা' (৪)রিসালাতানে মু'জিযাতানে আনিয যাকাতে ওয়াছ-ছাওম আল-আকীদাতুছ ছাহীহাহ ওয়ামা ইউযাদ্দুহা (৫) উজূবুল আমল বি-সুন্নাতির রাসূল (ছাঃ) (৭)

আদ-দাওয়াতু ইলাল্লাহি ওয়া আখলাকুদ দু'আত (৮) উজূবু তাহকীমি শার'ইল্লাহি ওয়া নাবযুহামা খালা-ফাহু (৯) হুকমুস সুফূর ওয়াল হিজাব ওয়া নিকাহুশ শিগার (১০) আশ-শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবঃ দা'ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু (১১) ছালাছু রাসাইল ফিছ ছালাহ (১২) হুকমুল ইসলাম ফী মান ত্ব'আনা ফিল কুরআন ওয়া রাসূলিল্লাহি (ছাঃ) (১৩) হাশিয়াতুন মুফীদাতুন 'আলা ফাৎহিল বারী (১৪) ইক্বামাতুল বারাহীনা আলা হুকমি মান ইছতাগাছা বিগায়রিল্লাহ (১৫) ছিদকুল কুহানাহ ওয়াল 'আর্রাফীনা (১৬) আল-জিহাদু ফী সাবীলিল্লাহ (১৭) আদ দুরূসুল মুহিম্মাহ লি'আ-ম্মাতিল উম্মাহ (১৮) ফাতাওয়া তাতা'আল্লাকু বি-আহকামিল হাজ্জ ওয়াল 'উমরাতে ওয়ায যিয়ারাহ (১৯) উজূবু লুযূমিস সুন্নাহ ওয়াল হাযরে মিনাল বিদ'আহ (২০) নাক্বদুল ক্বাওমিয়াতিল আরাবিয়াহ (২১) মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাত মুতানাউওয়া'আহ।

ওলামা প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাতঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হ'তে প্রতিদিন তার নিকট ওলামা প্রতিনিধি দল আসত দরসে অংশ গ্রহণ করার জন্য। নানাবিধ পরামর্শ ও মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা হ'ত। বিশেষ করে যে সব বিষয়ে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হ'ত, সে সব বিষয় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তাদেরকে সহজ ও সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন। এভাবেই মুসলিম বিশ্ব তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে পরিচিত হন।

শায়খ বিন বাযের মর্যাদাঃ

সঊদী আরবের বাদশাহ যখন কোন বিশেষ বৈঠকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতেন, তখন তাঁকে পার্শ্বে বসাতেন এবং سماحة الوالد বা 'সম্মানিত পিতা' বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর দেওয়া পরামর্শ সঊদী আরবের 'মজলিসে শূরা' বিশেষ ভাবে গ্রহণ করতো। অনুরূপভাবে দেশের আলেমগণও তাঁকে 'সামা-হাতুল ওয়ালিদ' বা সম্মানিত পিতা বলে ডাকতেন।

তিনি আলেমদের নিকট হ'তে কুরআন-হাদীছের আলোচনা কামনা করতেন ও বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানদের নিকট ইসলামের শ্বাশত দাওয়াত পৌছানোর আকাংখা ব্যক্ত করতেন। তিনি আলেমদেরকে দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি, দাওয়াত দাতার চরিত্র ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিতেন। যাতে করে সাধারণ মানুষ তাদের দাওয়াত সহজেই গ্রহণ করে নেয়। এভাবে ফকীর-মিসকীনদেরও তিনি পিতা ছিলেন। ফকীর-মিসকীন ছাড়া তিনি খাবার খেতেন না। দরিদ্রদের প্রতি তিনি ছিলেন উদার হস্ত। তাঁর বেতন–ভাতার একটা বিশেষ অংশ তিনি তাদের মধ্যে ব্যয় করতেন এবং সাথে সাথে বিভিন্ন ইসলামী সংস্থার প্রতি দারিদ্রদের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহবান জানাতেন। এজন্য তারাও তাকে পিতা হিসাবে জানতেন।

তাঁর মৃত্যুতে প্রদত্ত্ব শোক বার্তা সমূহে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বিদ্বানগণ একমত পোষণ করে বলেছেন যে, বিশ্বের মুসলমানগণ একজন সুযোগ্য পিতা ও একজন জালীলুল ক্বদর আলেমকে হারালেন। এর ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করেন।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগঃ

১২ই মে বুধবার দিবাগত রাতে যেদিন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেদিনও তিনি সুস্থ শরীরে বহু মানুষের সাথে সাক্ষাত করেন। অতঃপর তাঁর পরিবারের সাথে নিজ বাসভবনে ছালাতুল 'এশা আদায় করেন। রাত বারটা পর্যন্তও তাদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন। অতঃপর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং রাত্র ৩ টায় তাহাজ্জুদের সময় সঊদী আরবের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ত্বায়েফের 'আল-হাদা' সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নছীব করুন! আমীন!!

তাঁর উল্লেখ্য যে, পরদিন বাদ জুম'আ কা'বা শরীফে অনুষ্ঠিত ছালাতে জানাযায় লক্ষ লক্ষ শোকবিহবল মুমিন অংশগ্রহণ করেন।

কে কি বলেনঃ

মিসরঃ (ক) পৃথিবীর প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শায়খুল আযহার ডঃ মুহাম্মাদ সাইয়িদ ত্বানত্বাবী বলেন, মুসলিম উম্মাহ আজ একজন বুযর্গ বিদ্বানকে হারালো। সমসাময়িক বিশ্বের অন্যতম সেরা এই বিদ্বান কিতাব ও সুন্নাহ্র আলোকে ইসলামের প্রচারে এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রসারে দিশারীর ভূমিকা পালন করে গেছেন। ইসলামী দেশ সমূহ ছাড়াও বিভিন্ন অনৈসলামী দেশে মুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত তাঁর ছোট বড় বই-পুস্তিকাসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। যার ফলে তিনি সর্বত্র একটি জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন'।

(খ) উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর (রঈস) ডঃ আহমাদ ওমর হাশেম বলেন, মুসলিম উম্মাহ একজন অনন্য সাধারণ বিদ্বানকে হারালো। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও ফৎওয়ার দ্বারা বিগত ৬০ বছর যাবত মুসলিম উম্মাহ যে অতুলনীয় খেদমত পাচ্ছিল, তা থেকে তারা আজ মাহরূম হয়ে গেল। কুরআন ও সুন্নাহ্র আদেশ-নিষেধ-এর বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল তর্কাতীত।

(গ) কায়রোর ইসলামী বিষয়ক উচ্চ পরিষদের সদস্য ডঃ মুহাম্মাদ আল-হাফনাভী বলেন যে, শায়খ বিন বায-এর মৃত্যু শুধু সঊদী আরবের জন্য নয় বরং আরব ও ইসলামী উম্মাহ্র জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। সর্বাবস্থায় হক কথা বলার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সুপরিচিত এবং ফৎওয়া প্রদানের ব্যাপারে ছিলেন উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা সদৃশ।

(ঘ) মিসরীয় পার্লামেন্টের সদস্য আবদুল ইলাহ আবদুল হামীদ বলেন, সমসাময়িক ইসলামী বিশ্বে তিনি ছিলেন উম্মতের অন্যতম সেরা পণ্ডিত। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ইসলামের খিদমতে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে গেছেন।

২. সঊদী আরবঃ

(ক) সঊদী তথ্যমন্ত্রী ডঃ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আর-রশীদ শায়খ বিন বায-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, তাঁর মৃত্যুর এই গভীর বেদনা মুসলিম উম্মাহর হৃদয় সমূহকে আলোড়িত করেছে। তিনি বলেন, বর্তমান ইসলামী জগতে সম্ভবতঃ এমন কোন ইসলামী ব্যক্তিত্ব নেই, যিনি শায়খের লেখনীর খিদমতে অনুপ্রাণিত হননি।

(খ) সঊদী আরবের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও মক্কা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদের প্রধান ডঃ রাশেদ রাজেহ বলেন, কুরআন, হাদীছ, আক্বায়েদ, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে শায়খ যে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, তার তুলনা পাওয়া মুশকিল। একই সাথে সুন্দর চরিত্র মাধুর্য, দানশীলতা, দুনিয়াত্যাগী স্বভাব, যেকোন অবস্থায় যেকোন লোকের সাথে সাক্ষাতের উদারতা - এসব কিছু ছিল তাঁর উন্নত চরিত্রের অংশ।

(গ) ত্বায়েফ -এর মুহাফেয উস্তায ফাহদ বিন মু'আম্মার গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করে বলেন, আমরা আজ একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বানকে হারালাম। যিনি তাঁর দ্বীন ও উম্মতে মুসলিমা-র খিদমতে জীবন বিলিয়ে গেছেন।

(ঘ) ত্বায়েফের শিক্ষা বিভাগীয় ডাইরেক্টর ডঃ আবদুল্লাহ বিন হায়সূন আল-মাসঊদী বলেন, মরহুম শায়খ ছিলেন সকল স্তরের মানুষের জন্য অমূল্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উঁচু স্তরের ইসলামী পণ্ডিত এবং মুসলমানদের হৃদয়ে তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান ডঃ আবদুর রহমান বিন সুলায়মান আল-মাত্বরূফী বলেন, আমি ব্যক্তিগত ভাবে একজন পিতা, একজন শিক্ষক ও একজন উত্তম আদর্শবান ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছি। তিনি বলেন, ইসলামের মৌল আক্বীদাকে দুশমনদের সৃষ্ট সন্দেহবাদ থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে আধুনিক বিশ্বে তিনি অকুতোভয় মুজাহিদের ভূমিকা পালন করে গেছেন।

জানাযাঃ

সঊদী সময় বৃহস্পতিবার ভোর রাত ৩-টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পরের দিন শায়খের মরদেহ বিমানযোগে মক্কায় আনা হয় এবং সেখানে বাদ জুম'আ পবিত্র কা'বা চত্বরে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়।

জানাযায় খাদেমুল হারামায়েন শরীফায়েন বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আযীয, যুবরাজ আবদুল্লহ বিন আবদুল আযীয, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সুলতান বিন আবদুল আযীয, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নায়েফ বিন আবদুল আযীয, রিয়াদের গভর্ণর সালমান বিন আবদুল আযীয, মক্কার গভর্ণর মাজেদ বিন আবুল আযীয, কুয়েতের বিচার ও ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রী আহমাদ বিন খালেদ আল-কুলায়েব, কাতারের ওয়াকফ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রী আহমাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মার্রী ও খ্যাতনামা বিদ্বান ডঃ ইউসুফ আল-ক্বারযাভী, কুয়েতের রাষ্ট্রদূত জাবের খালেদ আল-ছাবাহ, জর্ডানের রাষ্ট্রদূত হানী খলীফা, দারুল ইফতার উপ-প্রধান শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আলে শায়েখ, সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য খ্যাতনামা পণ্ডিত শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ বিন উছাইমীন, হারামায়েন বিষয়ক পরিষদের প্রধান শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আস-সুবায়েল, মসজিদে নববী বিষয়ক পরিষদের উপ-প্রধান শায়খ আবদুল আযীয বিন ফালেহ এবং শায়খ বিন বাযের পুত্রগণ সহ সঊদী আরবের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানমণ্ডলী ও দেশ-বিদেশের হাযার হাযার মুসলমান তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। জানাযার পরে মক্কার 'ক্বাছরুছ ছাফা' বা ছাফা রাজ প্রাসাদে বাদশাহ ফাহদ ঐসকল বিশিষ্ট মেহমানদের নিকট থেকে মরহুম শায়খের শোক বার্তা গ্রহণ করেন ও মত বিনিময় করেন। তাঁর শায়খের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ও শায়খের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

১৩ই মে '৯৯ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব মারকাযী দারুল ইমারত নওদাপাড়ায় কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠক চলাকালীন অবস্থায় টেলিফোনে সংবাদ পেয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত সকলকে এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সকলে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। পরের দিন প্রকাশিত মাসিক **আত-তাহরীক** (মে '৯৯) সংখ্যায় যরূরী ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং সকল মুসলমানের প্রতিও বিশেষ করে সংগঠনের সর্বত্র তাঁর জন্য গায়েবানা জানাযা আদায়ের আবেদন জানানো হয়।

১৫ই মে শনিবার রিয়াদে দারুল ইফতা-য় পাঠানো এক আরবী শোক বার্তায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** শায়খ বিন বায-এর আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং খালেছ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। অনুরূপভাবে দেশের সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশের জন্যও তিনি শোকবার্তা প্রেরণ করেন ('স্বদেশ' কলামে দ্রষ্টব্য)।

১৫ই মে শনিবার বাদ যোহর দারুল ইমারত নওদাপাড়া মারকাযী জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত গায়েবানা জানাযায় উপস্থিত মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ মুছল্লীদের সমাবেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর ও সঊদী মাবঊছ শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন যে, আমরা শুধু নই, সারা মুসলিম বিশ্ব আজ তাদের একজন দরদী অভিভাবককে হারালো। ইল্মী জগতে তিনি ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাভিভূত। আমরা সকলে তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। অতঃপর তাঁর ইমামতিতে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

নিজস্ব অভিজ্ঞতা

আমি 'বাদশাহ সউদ বিশ্ববিদ্যালয়' রিয়াযে অধ্যয়নরত অবস্থায় আল্লামা শায়খ বিন বাযের সাথে কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। আমাকে যখন দক্ষিণ এশিয়ার ছাত্রদের 'ছাত্রনেতা' নিযুক্ত করা হয়েছিল, তখন সরকারী ভাবে رحلة علمية لزيارة سماحة الشيخ ابن باز শিরোনামে আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতাম। এক মাস আগে সাক্ষাতের জন্য সময় নিতে হ'ত। কারণ হাযার হাযার মানুষ তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য সব সময় আসা-যাওয়া করতো। আমরা বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে তাঁর কাছে প্রশ্ন করতাম। যখন তিনি জওয়াব দিতেন, তখন মনে হ'ত যে, রাসূল (ছাঃ)-এর সমস্ত হাদীছ তাঁর মুখস্থ আছে। সুবহানাল্লাহ! তাঁর ইলমের গভীরতা যে কত গভীর তা উপলব্ধি করা মুশকিল। যখন তিনি ফকীহদের মতামত পেশ করতেন, তখন মনে হ'ত তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ আর কেউ নেই। তিনি ছাত্রদেরকে ইল্‌ম অর্জন করার ও তদনুযায়ী আমল করার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করতেন। সেই সাথে সঠিক দাওয়াত পৌছানোর জন্য উপদেশ দিতেন। তাঁর লেখা ছোট ছোট পুস্তিকা নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্যও তিনি পরামর্শ দিতেন।*

** সে ওয়াদা রক্ষার জন্য 'আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট চাওয়ার বিধান' নামে তাঁর একটা ছোট বই আমি অনুবাদ করেছি। এখনো প্রকাশ হয়নি। অচিরেই প্রকাশ হবে বলে আশা রাখি - সাঈদুর রহমান।*

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে

গত ৭ই জুন '৯৯ সোমবার বাদ যোহর রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ বিল্ডিংয়ের তৃতীয় দোতলার বাথরুম থেকে হোস্টেলের ছেলেদের ফেলা পানি নীচে পড়লে তা সেখানে বসে থাকা স্থানীয় দুই তরুণের গায়ে পড়ে। তাতে তারা ক্ষিপ্ত হ'য়ে মাদরাসার দোতলায় উঠে গিয়ে ছাত্রদেরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ ও মারধর করে। তখন শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়। পরে আছরের ছালাত শেষে ছাত্র ও শিক্ষকরা রুমে ফেরার পথে স্থানীয় মাস্তান ও তাদের সহযোগীরা লোহার রড, লাঠি, হকিস্টিক ইত্যাদি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও এলোপাথাড়ী মারপিট শুরু করে। শেষ পর্যায়ে তাদের নিক্ষিপ্ত ককটেলের আঘাতে মাদরাসার দোতলায় দণ্ডায়মান শিক্ষক মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ সহ ৮ জন ছাত্র আহত হয়ে হাসপাতালের নীত হয়। স্থানীয় শাহ মখদুম থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আহত ছাত্রদের নামঃ

(১) ওবায়দুল্লাহ (সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী)
(২) মোযাফফর হোসায়েন (আড়ানী, চারঘাট, রাজশাহী)
(৩) আবদুল্লাহ (ভালুগাছি, পুঠিয়া, রাজশাহী)
(৪) মাহবুবুর রহমান (ঋষিকুল, গোদাগাড়ী, রাজশাহী)
(৫) শরীফুল ইসলাম (পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী)
(৬) হাফেয মকবুল হোসায়েন (তেবাড়িয়া, রাণীনগর, নওগাঁ)
(৭) আবদুর রহমান, ইয়াতীম (রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা)
(৮) যিয়াউর রহমান (পানিহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী)

চিকিৎসা ও

মুখের দুর্গন্ধে করণীয়

মুখে দুর্গন্ধ হওয়া একটি বিরক্তিকর ব্যাপার। কেননা মুখে দুর্গন্ধ হ'লে নিজের কাছে তো খারাপ লাগেই পাশাপাশি কারো সাথে কথা বলার সময় তিনিও বিরক্তিবোধ করেন। পাশ্চাত্য দেশে মুখে দুর্গন্ধের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে। মুখের দুর্গন্ধের কারণ সকলের জানা দরকার। তবেই চিকিৎসা সহজ হবে।

কারণঃ

প্রথমতঃ খাবারের পরে ভালো করে দাঁত পরিষ্কার না করলে বা দুই বেলা নিয়মিত ব্রাশ না করলে দাঁতের গোড়ায় খাদ্যকণা জমে ব্যাকটেরিয়ার মিশ্রণে DENTAL PLAQUE তৈরী হয়। এটা আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে পাথরে পরিণত হয়। এই পাথরের সাথে (খাওয়া এবং কথা বলার সময়) মাঢ়ির (FREE GINGIVA) ঘর্ষণের ফলে মাঢ়ি থেকে রক্ত পড়ে। তখনই মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে। একে বলা হয় GINGIVITIS.

দ্বিতীয়তঃ ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণেও মাঢ়িতে ঘা হয়, মাঢ়ি থেকে প্রচুর রক্ত পড়ে এবং মুখে ভীষণ দুর্গন্ধ হয়। ইহাকে বলা হয় ULCERATIVE GINGIVITIS. এই অবস্থায় এর চিকিৎসা হচ্ছে, অভিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসক দ্বারা দাঁতের গোড়া থেকে পাথরগুলো সরিয়ে (SCALING) নিম্নলিখিত ওষুধ খেতে হবে এবং এতেই ভালো হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ঔষধঃ (১) Tab. PHENOXYMETHYL PENICILLIN (250mg) ১টা করে দিনে ৪ বার ৫ দিন। (২) Tab METRONIDAZOLE (400 mg) ১টা করে দিনে ৩ বার ৩দিন। ব্যথা থাকলে Tab. PARACETAMOL ১টা করে দিনে দুই বার।

তৃতীয়তঃ কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্যও অনেক সময় মুখে দুর্গন্ধ হয়। ২৪ ঘণ্টায় অন্ততঃ একবার পায়খানা হওয়া দরকার। পেট যেন পরিষ্কার থাকে। যাদের পেট পরিষ্কার হয় না এবং পায়খানা কঠিন বা শক্ত হয়ে যায়, তাদের বেলায় মুখে দুর্গন্ধ হওয়া স্বাভাবিক। এর চিকিৎসা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি খাওয়া। সকাল বেলা খালি পেটে পানি খেতে হবে। রাতেও ঘুমাবার আগে প্রচুর পানি খেতে হবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণে শাক-সব্জি এবং তাজা ফল বিশেষ উপকারী।

এতেও যদি ভালো না হয় তাহ'লে ইছপগুলের ভূষি দ্বারা শরবত বানিয়ে খাওয়া যেতে পারে। রাতে ঘুমাবার আগে এক কাপ গরম দুধ খেলেও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হ'তে পারে। যার ফলে মুখে দুর্গন্ধ হবে না।

উপরে উল্লেখিত নিয়মগুলো পালনের পরও যদি কোষ্ঠকাঠিন্য এবং মুখের দুর্গন্ধ না সারে (ভালো না হয়), তাহ'লে ২/১ দিন পর পর ৩ চামচ করে MILK OF MAGNESIA রাতে ঘুমাবার আগে খেলে ইনশাআল্লাহ কোষ্ঠকাঠিন্য সেরে যাবে এবং মুখে দুর্গন্ধ থাকবে না। প্রতি খাবারের পর একটু এলাচী, দারুচিন এবং লবঙ্গ মুখে রাখা যেতে পারে। এতেও ফল পাওয়া যায়।।